দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 23 JAN 2008
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

সম্মানজনক সমাধান ও আইনের বিজয়

অবশেষে গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কারাবন্দি শিক্ষক ও ছাত্রগণ মুক্তিলাভ করিয়াছেন। কারাবন্দী শিক্ষক-ছাত্রদের ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত একটি সম্মানজনক সমাধান হওয়ায় সারাদেশবাসীর ন্যায় আমরাও উৎফুল্ল ও আনন্দিত। সরকারকে এজন্য সাধুবাদ জানাই। প্রকৃতপক্ষে সকল আইনী প্রক্রিয়া ও আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করিয়াই তাহাদের কাঙ্ক্ষিত মুক্তি নিশ্চিত করা হইয়াছে। বলা যায় কোন পক্ষ নয়, বরং আইনেরই বিজয় হইয়াছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আগস্টের ছাত্র বিক্ষোভের ঘটনায় শাহবাগ থানায় দায়ের করা মামলায় গত সোমবার কারাবন্দি চার শিক্ষক ও এগার শিক্ষার্থীকে বেকসুর খালাস দেয় আদালত। একইদিন রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ বিশেষ ক্ষমতাবলে সাজাপ্রাপ্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারজন এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ শিক্ষার্থীসহ একজন কর্মচারীর সাজা ও অর্থদণ্ড উভয়ই মওকুফ করেন। তাহারা মুক্তিলাভ করেন ঐদিন রাতেই। অন্যদিকে অপর দুইটি ফৌজদারী মামলার বিচার প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পূর্বেই সরকার অভিযোগ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে, সর্বশেষ গতকাল মুক্তিপান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রগণ। ইহার পূর্বে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাজাপ্রাপ্ত শিক্ষকগণও রাষ্ট্রপতির সাধারণ ক্ষমার আওতায় মুক্তিলাভ করেন। গত বৎসর ২০শে ও ২১শে আগস্টে সংঘটিত দুঃখজনক ঘটনায় রুজুকৃত অপরাপর মামলাও প্রত্যাহার করিয়া নেওয়া হইয়াছে। এইরূপে উপরোক্ত অপ্রীতিকর পরিস্থিতির অবসান ঘটায় সর্বমহলে স্বস্তি ফিরিয়া আসিয়াছে। ইহা বলার অপেক্ষা রাখে না, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখাই মুখ্য হওয়া উচিত। শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণ জাতির বিবেক ও মানুষ গড়ার কারিগর। একজন ভাল ছাত্র ও ভাল মানুষ তৈরির মধ্যেই তাহাদের প্রকৃত মান-মর্যাদা ও সম্মান নিহিত।

তবে শিক্ষক ও ছাত্রদের রাজনৈতিক দলকেন্দ্রিক রাজনীতি বিশ্ববিদ্যালয়ের সুষ্ঠু-স্বাভাবিক পরিবেশ নানাভাবে বিঘ্নিত করে। যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় হওয়া উচিত 'প্লেস অব এক্সিলেন্স' বা শিক্ষা-সংস্কৃতির সেরা পীঠস্থান, বিশ্ববিদ্যালয়ে এক শ্রেণীর দলকেন্দ্রিক ছাত্র-শিক্ষকের কর্মকাণ্ডের সুবাদে তাহা প্রায়শ হইয়া উঠে সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের আখড়া বা প্লেস অব ভায়োলেন্স। ইহা আদৌ কাঙ্ক্ষিত নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা-পরিবেশ সুষ্ঠু রাখিতেই হইবে।

আমরা মনে করি, নূতন পরিস্থিতিতে ও নূতন বাংলাদেশে এসবেরই অবসান হওয়া উচিত। শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীগণ যদি প্রকৃত শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চায় নিমগ্ন হন, তাহা হইলেই সকলের সহযোগিতায় আমরা একদিন বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারিব। সর্বশেষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আটক শিক্ষক ও ছাত্রগণ মুক্তি পাওয়ায় আমরা আশা করি ক্যাম্পাসে শান্তিপূর্ণ লেখাপড়ার পরিবেশ ফিরিয়া আসিবে এবং তাহা আর কখনো কোনভাবেই বিঘ্নিত হইবে না।